রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

২০১৯ সনের ১০ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, মার্চ ৭, ২০১৯

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা নং
১ম	খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৩৯—১৫৪
২য়	খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	২২৯—২৩৮
৩য়	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৪র্থ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	১—৩২
৫ম	খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারী চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৮২৯—১৯০৮
৭ম	খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম	খণ্ড—বেসরকারী ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
	ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
	(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
	(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
	(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
	(৬) .....ইং তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়

মানব সম্পদ শাখা-১

শোক প্রস্তাব

তারিখ : ০৯ মাঘ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/২২ জানুয়ারি ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

নং ১১.০০.০০০০.৮০৩.৪৫.১২৮.১৫-৫৬—গভীর দুঃখের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের পি, আর, এল, ভোগরত সহকারী সচিব দীপালী রানী সাহা লিভার ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে গত ১৯-১২-২০১৮ খ্রিঃ তারিখ রোজ বুধবার মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৯ বছর ৬ মাস ২ দিন। মৃত্যুকালে তিনি ০১ (এক) পুত্র, ০১ (এক) কন্যা, ভাই, বোন এবং আত্মীয় স্বজনসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

২। স্বর্গীয় দীপালী রানী সাহা ১৮-০৬-১৯৫৯ খ্রিঃ তারিখে বরিশাল জেলার বাকেরগঞ্জ উপজেলার নিয়ামতি গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গত ২৮-০২-১৯৭৯ খ্রিঃ তারিখে এ সচিবালয়ে সরকারী চাকুরীতে যোগদান করেন। স্বর্গীয় দীপালী রানী সাহা একজন সৎ, কর্তব্যপরায়ণ ও নিষ্ঠাবান কর্মকর্তা ছিলেন। চাকুরী জীবনে তিনি অত্যন্ত দক্ষতা ও আন্তরিকতার সাথে তাঁর পেশাগত দায়িত্ব পালন করেছেন।

৩। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয় স্বর্গীয় দীপালী রানী সাহা-এর অকাল মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশসহ তাঁর বিদেহী আত্মার পারলৌকিক কল্যাণ কামনা করছে এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

ড. জাফর আহমেদ খান
সিনিয়র সচিব।

মোঃ তারিকুল ইসলাম খান, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
বিধি অনুবিভাগ
বিধি-৪ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৯ মাঘ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/২২ জানুয়ারি ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

নং ০৫.০০.০০০০.১৭৩.০৮.০০২.১২-১৬—Allocation of Business Among The Different Ministries and Divisions (Schedule I of The Rules of Business, 1996)(Revised up to April 2017) এর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অংশে ৩৭ নম্বর ক্রমিকে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের চাহিদা মোতাবেক জাতীয় সংসদের ৩১ গাইবান্ধা-৩ নির্বাচনি এলাকার নির্বাচন উপলেক্ষে ২৭ জানুয়ারি, ২০১৯ তারিখ রবিবার সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকায় সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি অফিস/প্রতিষ্ঠান/সংস্থায় কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং সরকারি, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ভোটাধিকার প্রয়োগ ও ভোটগ্রহণের সুবিধার্থে নির্বাচনকালীন (সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকায় যদি কোনো পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় তাহলে পরীক্ষার কেন্দ্রসমূহ ও পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট শিক্ষক/কর্মচারীগণ সাধারণ ছুটির আওতা বহির্ভূত থাকবে এ শর্তে) সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এস. এম. শাহীন
সিনিয়র সহকারী সচিব।

পরিবহন শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ০৫ পৌষ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/১৯ ডিসেম্বর ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

নং **০৫.০০.০০০০.১২১.১৮.০০৯.১৫-১৬৮**—বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকগণের সরকারি যানবাহনে জ্বালানি তেল/সিএনজি ব্যবহারের বিষয়ে সরকার নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে—

বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকগণের ব্যবহৃত সরকারি যানবাহনে জ্বালানি তেল অথবা সিএনজি যে কোন একটি ব্যবহার করা যাবে। বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকগণের জ্বালানি তেল/সিএনজি-এর প্রাপ্যতা নিম্নরূপ :

ক. জেলা প্রশাসক ও বিভাগীয় কমিশনারদের সর্বোচ্চ ২৫০ লিটার পেট্রোল/অকটেন অথবা সর্বোচ্চ ৩৫৮ ঘনমিটার সিএনজি বরাদ্দ করা হলো।

খ. সিএনজিচালিত যানে রূপান্তরিত ইঞ্জিন সচল রাখার স্বার্থে ইতোপূর্বের ইঞ্জিন স্টার্টের তেলের বরাদ্দ অপরিবর্তিত থাকবে।

২। এতে অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি রয়েছে।

৩। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **০৫.০০.০০০০.১২১.১৮.০০৯.১৫-১৬৯**—উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণের সরকারি যানবাহনে জ্বালানি তেল/সিএনজি ব্যবহারের বিষয়ে সরকার নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে—

উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণের ব্যবহৃত সরকারি যানবাহনে জ্বালানি তেল অথবা সিএনজি যে কোনো একটি ব্যবহার করা যাবে। উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণের জ্বালানি তেল/সিএনজি-এর প্রাপ্যতা নিম্নরূপ :

ক. যে সকল উপজেলার ইউনিয়ন সংখ্যা ১০ অথবা এর কম, সে সকল উপজেলার জন্য জ্বালানি তেলের বরাদ্দ ১৮০ লিটারের স্থলে সর্বোচ্চ ২১০ লিটার পেট্রোল/অকটেন অথবা সর্বোচ্চ ৩০০ ঘনমিটার সিএনজি করা হলো।

খ. যে সকল উপজেলার ইউনিয়ন সংখ্যা ১১ থেকে ১৫ পর্যন্ত, সে সকল উপজেলায় জন্য জ্বালানি তেলের বরাদ্দ ১৮০ লিটারের স্থলে সর্বোচ্চ ২৩০ লিটার পেট্রোল/অকটেন অথবা সর্বোচ্চ ৩২৮ ঘনমিটার সিএনজি করা হলো।

গ. ১৬ থেকে তদূর্ধ্ব ইউনিয়ন বিশিষ্ট উপজেলার জ্বালানি তেলের বরাদ্দ ১৮০ লিটারের স্থলে সর্বোচ্চ ২৫০ লিটার পেট্রোল/অকটেন অথবা সর্বোচ্চ ৩৫৮ ঘনমিটার সিএনজি করা হলো।

ঘ. সিএনজিচালিত যানে রূপান্তরিত ইঞ্জিন সচল রাখার স্বার্থে ইতোপূর্বের ইঞ্জিন স্টার্টের তেলের বরাদ্দ অপরিবর্তিত থাকবে।

২। এতে অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি রয়েছে।

৩। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

কামরুল হাসান
উপসচিব।

মাঠপ্রশাসন-১ অধিশাখা

আদেশ

তারিখ : ১৭ পৌষ ১৪২৫/৩১ ডিসেম্বর ২০১৮

নং **০৫.০০.০০০০.১৩৭.০০.১৪৮.১৫-৪৪২**—যেহেতু, জনাব খন্দকার রবিউল ইসলাম (১৭৩২৪), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সহকারী সচিব), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এর বিরুদ্ধে-অভয়নগর থানা, যশোর মামলা নং-২২(৫)১৮, জি.আর নং-১৫৯/১৮ (নারী ও শিশু মামলা নম্বর-১১২/২০১৮), তারিখ: ১৯-০৫-২০১৮ দায়ের করা হয় ;

২। যেহেতু, ২৮-০৫-২০১৮ তারিখে আদালতে হাজির হয়ে জামিন প্রাপ্ত হওয়ায় বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস, পার্ট-১, বিধি-৭৩ এর নোট-২ মোতাবেক তাকে সরকারি চাকরি হতে ২৮-০৫-২০১৮ তারিখ থেকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয় ;

৩। যেহেতু, বিজ্ঞ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল, যশোর উক্ত মামলায় তাকে ২৮-১১-২০১৮ তারিখে খালাস প্রদান করেন।

৪। সেহেতু, জনাব খন্দকার রবিউল ইসলাম (১৭৩২৪) এর সাময়িক বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহার করে তাকে সরকারি চাকরিতে পুনর্বহাল করা হলো। বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস, পার্ট-১ এর বিধি-৭২ অনুসারে তার সাময়িক বরখাস্তকাল কর্মকাল হিসেবে গণ্য হবে এবং তিনি উক্ত সময়ের পূর্ণ বেতন ও ভাতাদি প্রাপ্য হবেন।

৫। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ফয়েজ আহম্মদ
সচিব।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
শৃঙ্খলা-১(১) অধিশাখা
প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১২ পৌষ ১৪২৫/২৬ ডিসেম্বর ২০১৮

নং **০৫.১৮০.২৭.০২.০০.০০৭.২০১৮-৬১২**—জনাব মোঃ আব্দুল আলীম (পরিচিতি নম্বর-৫৬৬১), পরিচালক (যুগ্মসচিব), স্থানীয় সরকার, ময়মনসিংহ বিভাগ, ময়মনসিংহ ০৮-০২-২০১৫ হতে ২১-০৬-২০১৭ তারিখ পর্যন্ত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া হিসেবে কর্মরত থাকাকালে তার বিরুদ্ধে অফিস ব্যবস্থাপনায় অধিকতর শৃঙ্খলা বিধান, গতিশীলতা আনয়ন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়নের জন্য তার অধীন কর্মরতদের সহযোগিতা না করা, বিধি-বহির্ভূতভাবে জেলা পরিষদের খাত হতে অর্থ ব্যয়, ভ্রমণ ভাতা উত্তোলন, বাসভবন ও ডাকবাংলোর ভাড়া পরিশোধ না করা এবং অবাস্তবায়িত প্রকল্পের ছাড়কৃত অর্থ উদ্ধারের চেষ্টা না করায় অভিযোগ আনয়ন করা হয়। উক্ত অভিযোগের ভিত্তিতে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সানুগ্রহ অনুমোদনক্রমে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয় ;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ আব্দুল আলীম ১৬-১০-২০১৮ তারিখে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকার করে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির প্রার্থনা করলে ২০-১১-২০১৮ তারিখ ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। ব্যক্তিগত শুনানিতে সরকার পক্ষে নথি উপস্থাপনকারী কর্মকর্তা অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী সমর্থন করে বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযুক্ত কর্মকর্তা ব্যক্তিগত শুনানিতে অভিযোগসমূহ অস্বীকার করে বলেন যে, কম্পিউটার, ফ্যাক্স, টেলিফোন, ফ্যান, যানবাহনের যন্ত্রাংশ, আসবাবপত্রসহ বিভিন্ন সামগ্রী ক্রয় করার পর স্টোরে সংরক্ষণপূর্বক পূর্ব হতে রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা হয়। জেলা পরিষদের সার্বিক কাজে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে জেলা পরিষদের তহবিল হতে ৩০,৯০০/- (ত্রিশ হাজার নয়শত) টাকা উত্তোলন করে একটি স্মার্ট ফোন (স্যামসং-এ৫) ক্রয় করেন। পরবর্তীতে জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে স্মার্ট ফোন ব্যবহার করা প্রাধিকারভুক্ত নয় জানতে পেরে ফোন ক্রয়ের টাকা জেলা পরিষদের তহবিলে জমা প্রদান করেন। তিনি অতিরিক্ত ভ্রমণ বিল উত্তোলন করার অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে যাচাই করে দেখতে পান যে, ৩৭৫০/- (তিন হাজার সাতশত পঞ্চাশ) টাকা অতিরিক্ত উত্তোলন করেছেন এবং উক্ত টাকা চালানের মাধ্যমে জমা প্রদান করেছেন। প্রাধিকারভুক্ত বাসার ভাড়া প্রদান না করার অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি জানান ১৫-০২-২০১৫ তারিখ জেলা পরিষদে যোগদান করলেও পূর্ববর্তী প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বাসা না ছাড়ায় (ছেলের পরীক্ষা থাকায়) তিনি যথাসময়ে সরকারি বাসায় উঠতে পারেন নি। উক্ত সময় তিনি জেলা পরিষদের ডাক বাংলোতে বিধি মোতাবেক ভাড়া পরিশোধ সাপেক্ষে বসবাস করেন। ফেব্রুয়ারি/২০১৬ তারিখে বাসায় উঠে বিধি মোতাবেক সরকারি বাসার ভাড়া কর্তন করেছেন এবং স্বপক্ষে কাগজপত্র দাখিল করেছেন। কোন কর্মচারীকে বাসা ভাড়া দেওয়া হয়েছে কি না এ বিষয়টি তার জানা নেই। এডিপির অর্থায়নে প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়িত না হওয়া সত্ত্বেও অর্থ আদায় না করার ব্যবস্থা গ্রহণ না করার যে অভিযোগ করা হয়েছে তা সঠিক নয়। উক্ত প্রকল্পসমূহ তার যোগদানের পূর্বেই নেওয়া হয়েছে। তিনি জেলা পরিষদে যোগদান করেছেন ১৫-০২-২০১৫ তারিখ কিন্তু প্রকল্পের কার্যক্রম ২০১১-২০১২ এবং ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে নেওয়া হয়েছে। অফিসের অর্থ ব্যয় করে সোফা ক্রয়ের অভিযোগটি ভিত্তিহীন ও অসত্য। তিনি তার বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদানের অনুরোধ করেন ;

যেহেতু, শুনানিঅন্তে উক্ত বিভাগীয় মামলার অভিযোগ, উভয় পক্ষের বক্তব্য, দাখিলকৃত কাগজপত্র, তথ্য-প্রমাণ ও অভিযুক্ত সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনায় জনাব মোঃ আব্দুল আলীম-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হওয়ায় তিনি একই বিধিমালার ৭(২)(ক) বিধি অনুযায়ী এ বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতি পাওয়ার যোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয় ; এবং

যেহেতু, প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনা করে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হওয়ায় এ বিভাগীয় মামলার দায় হতে তাকে অব্যাহতি প্রদানের নিমিত্ত মহামান্য রাষ্ট্রপতি সদয় সিদ্ধান্ত প্রদান করেন ;

সেহেতু, জনাব মোঃ আব্দুল আলীম (পরিচিতি নম্বর-৫৬৬১), প্রাক্তন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া বর্তমানে পরিচালক (যুগ্মসচিব), স্থানীয় সরকার, ময়মনসিংহ বিভাগ, ময়মনসিংহ-কে সরকারি কর্মচারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর অভিযোগের দায় হতে একই বিধিমালার ৭(২)(ক) বিধি মোতাবেক অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ফয়েজ আহম্মদ
সচিব।

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
অধিশাখা-২ (কর)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৯ পৌষ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/২৩ ডিসেম্বর ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

নং **০৮.০০.০০০০.০৩৭.৬৫.০১৯.১২-১১১২**—যেহেতু, জনাব মোঃ আব্দুর রহমান জেলা ও দায়রা জজ আদালত, রংপুর এর স্পেশাল মামলা নং-৩১/২০০১ এর ৩০-১১-২০০৪ তারিখের ঘোষিত রায়ে দুর্নীতির দায়ে ০৩ (তিন) বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৬,৩৫,০০০/- (ছয় লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার) টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ০৬ (ছয়) মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন ;

যেহেতু, জনাব মোঃ আব্দুর রহমান রংপুর স্পেশাল জজ আদালতের ৩১/২০০১, তারিখ : ৩০-১১-২০০৪ মামলার রায়ের প্রেক্ষিতে সাজাপ্রাপ্ত আসামী হিসেবে ০৮-০২-২০১২ তারিখে ধৃত হয়ে কারাবরণ করেন ;

যেহেতু, The Public Servants (Dismissal on Conviction) Ordinance, 1985 এর ৩(১) ধারার বিধান অনুযায়ী তিনি সাজা প্রদানের তারিখ অর্থাৎ ৩০-১১-২০০৪ তারিখে বরখাস্ত (Dismissal) হয়েছেন মর্মে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ হতে মতামত প্রদান করা হয় ;

যেহেতু, এ বিভাগের ১৯-০৬-২০১২ তারিখের ০৮.০৩২.০১২.০০.০০.০১৯.২০১২-৩৯৬ নম্বর প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে জনাব মোঃ আব্দুর রহমান এর সহকারী কর কমিশনার পদে পদোন্নতির প্রজ্ঞাপন বাতিল করা হয়; এবং The Public Servants (Dismissal on Conviction) Ordinance, 1985 এর ৩(১) ধারা মোতাবেক তাকে তার সাজা প্রদানের তারিখ ৩০-১১-২০০৪ থেকে সরকারি চাকরি হতে বরখাস্ত (Dismissal) করা হয়।

যেহেতু, মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের ক্রিমিনাল আপিল মামলা নম্বর-২১৩৩/২০১২ এর ২৭-০৮-২০১৪ তারিখের রায় ও আদেশে জনাব মোঃ আব্দুর রহমান-কে খালাস প্রদান করা হয় ; এবং জনাব মোঃ আব্দুর রহমান, অতিরিক্ত সহকারী কর কমিশনার (বরখাস্তকৃত), কর অঞ্চল-সিলেট এর বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহারকরণ, পদোন্নতি বহালকরণ, জ্যেষ্ঠতা প্রদান ও যাবতীয় বেতন প্রদানের বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করার ক্ষেত্রে আইনগত প্রতিবন্ধকতা পরিলক্ষিত হয় না মর্মে আইনও বিচার বিভাগ কর্তৃক মতামত প্রদান করা হয় ;

যেহেতু, মহামান্য আপীল বিভাগে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) কর্তৃক দায়েরকৃত ক্রিমিনাল পিটিশন ফর লিভ টু আপীল নং-৭০৮/২০১৪ (যা ফৌজদারী আপীল নং-২১৩৩/২০১২ হতে উদ্ভূত) মামলাটি শুনানীঅন্তে মহামান্য আপীল বিভাগ তামাদিজনিত কারণে 'dismissed' মর্মে রায় প্রদান করে এবং মহামান্য আপীল বিভাগের গত ০৮-০৫-২০১৬ তারিখের রায়ের ফলে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক গত ২৭-০৮-২০১৪ তারিখ বিশেষ জজ আদালত, রংপুর কর্তৃক প্রদত্ত সাজা আদেশ রদ-রহিত করে অর্থাৎ খালাস প্রদান করে যে আদেশ দেন তা বহাল রইল মর্মে দুর্নীতি দমন কমিশন হতে মতামত প্রদান করা হয় ;

যেহেতু, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে এ মর্মে মতামত প্রদান করে যে, গণকর্মচারী (সাজাপ্রাপ্তিতে বরখাস্ত) আধ্যাদেশ, ১৯৮৫ (৩) উপধারা (১) অনুযায়ী জনাব মোঃ আব্দুর রহমান, চাকরিতে পুনর্বহাল হইবেন, যদি না ইতোমধ্যে তিনি অবসর গ্রহণের বয়সে উপনীত হইয়া থাকেন অথবা সংশ্লিষ্ট পদ বা চাকরি বিলুপ্ত হইয়া থাকে ;

যেহেতু, জনাব মোঃ আব্দুর রহমান ইতোমধ্যে ০১-০৯-২০১৬ তারিখে অবসর গ্রহণের বয়স অতিক্রান্ত করেছেন বিধায় (৫৯ বছর উত্তীর্ণ হওয়ায়) তাকে চাকরিতে পুর্নবহালের কোন সুযোগ নেই ;

সেহেতু, মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের ক্রিমিনাল আপিল মামলা নম্বর-২১৩৩/২০১২ এর ২৭-০৮-২০১৪ তারিখের আদেশ, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মতামত, দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রতিবেদন, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মতামত অনুযায়ী জনাব মোঃ আব্দুর রহমান এর সহকারী কর কমিশনার পদে পদোন্নতির প্রজ্ঞাপন বাতিল সংক্রান্ত এ বিভাগের ১৯-০৬-২০১২ তারিখের ০৮.০৩২.০১২.০০.০০.০১৯.২০১২-৩৯৬ নম্বর প্রজ্ঞাপন এবং জনাব মোঃ আব্দুর রহমান-কে চাকরি হতে বরখাস্ত (Dismissal) সংক্রান্ত এ বিভাগের ২১-০৬-২০১২ তারিখের ০৮.০৩২.০১২.০০.০০.০১৯.২০১২-৪১৪ নম্বর আদেশটি প্রত্যাহার করা হলো। তিনি বরখাস্তকালীন সময়ের বকেয়া বেতন এবং অবসর গ্রহণ সংক্রান্ত আর্থিক সুবিধাদি প্রাপ্য হবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া এনডিসি
সিনিয়র সচিব।

প্রশাসন-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৮ মাঘ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/৩১ জানুয়ারি ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

নং **০৮.০০.০০০০.০৩৮.২৭.০৪৮.১৮.৬৩**—যেহেতু, জনাব মোঃ আব্দুর রহমান, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্তণালয়, ঢাকা এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তের জন্য জনাব মোঃ আব্দুল গফুর, উপসচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগকে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করার পর থেকে জনাব মোঃ আব্দুর রহমান প্রায়শই তাঁর সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ করে আসছেন। গত ১০-০১-২০১৮ তারিখ বিকাল ৩.৪৫ মিঃ অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত কারিগরি কমিটির সভায় অংশগ্রহণের জন্য উপসচিব জনাব মোঃ আব্দুল গফুর অফিস কক্ষ থেকে বের হয়ে করিডোর দিয়ে যাওয়ার সময় জনাব মোঃ আব্দুর রহমান তাঁর সাথে অশালীন উক্তি করেন এবং করিডোরে যাতায়াতের রাস্তায় ইচ্ছাকৃত অস্বাভাবিকভাবে দাঁড়িয়ে থাকেন, যেন উক্ত উপসচিবের সাথে ধাক্কা লাগে। গত ২১ জুন ২০১৮ তারিখ আনুমানিক ৩.৩০ মিনিট স্ট্যাম্প প্রশাসন শাখার জরুরি মিটিং শেষে করিডোর দিয়ে উপসচিব জনাব মোঃ আব্দুল গফুর নিজ কক্ষে যাবার সময় তাঁর সম্মুখে এসে এমনভাবে পথরোধ করে দাঁড়িয়ে যান যাতে তাঁর সাথে সংঘর্ষ বাধে।

যেহেতু, তাঁর উল্লিখিত আচরণ সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ২(খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ (Misconduct)" এর সামিল বিধায় তাঁর বিরুদ্ধে একই বিধিমালার ২(খ) উপ বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' (Misconduct) এর অভিযোগ আনয়ন করে ১৬-০৭-২০১৮ তারিখের স্মারক নং ০৮.০০.০০০০.০৩৬.২৭.০৪৮.১৮.৫৭৮ এর মাধ্যমে বিভাগীয় মামলা চালু করে অভিযুক্তের নিকট কৈফিয়ত তলব করা হয়। অতঃপর তিনি যথারীতি জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানি প্রর্থনা করেন ;

যেহেতু, গত ১০-০১-২০১৯ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়। তার লিখিত জবাব, শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য, তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ এবং রাষ্ট্রপক্ষের বক্তব্য পর্যালোচনা করা হলো। তার লিখিত বক্তব্য ও শুনানীতে প্রদত্ত বক্তব্য সন্তোষজনক নয় এবং তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। তবে বিশেষ বিবেচনায় তাঁকে 'তিরস্কার' (censure) লঘুদণ্ড প্রদান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

সেহেতু, জনাব মোঃ আব্দুর রহমান, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্তণালয়, ঢাকা-কে উক্ত অপরাধের দায়ে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(২)(ক) মোতাবেক 'তিরস্কার' (censure) লঘুদণ্ড প্রদানপূর্বক বিভাগীয় মামলাটি নিষ্পত্তি করা হলো।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া, এনডিসি
সিনিয়র সচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৭

তারিখ : ১৫ জানুয়ারি ২০১৯ খ্রিঃ

নং **বিচার-৭/২এন-১৭/২০১৩-৫২**—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম, পিতা-মোঃ মাইন উদ্দিন, মাতা-মৃত আছিয়া বেগম, গ্রাম-লুধুয়া, ডাকঘর-লুধুয়া, উপজেলা- সেনবাগ, জেলা-নোয়াখালী) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নোয়াখালী জেলার সেনবাগ উপজেলার ০২ নং কেশারপাড় ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে। বা উপযুক্ত কারণ সাপেক্ষে বাতিল/স্থগিত করিতে পারবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয় কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

বুলবুল আহমেদ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
প্রশাসন অধিশাখা-১

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ১৮ মাঘ ১৪২৫/৩১ জানুয়ারি ২০১৯

নং **২৫.০০.০০০০.০১৩.২৭.০০২.১৯-২৬**—কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ ও ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল স্থাপন প্রকল্পের অধীন হাসপাতাল ভবনের নির্মাণ কাজে দায়িত্বে অবহেলার জন্য জনাব আব্দুল মোতালেব, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (সিভিল), কুষ্টিয়া গণপূর্ত বিভাগকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ১২ মোতাবেক সরকারি চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো। সাময়িক বরখাস্তকালে তিনি বিধি মোতাবেক খোরাকীভাতা (Subsistance Allowance) প্রাপ্য হবেন।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **২৫.০০.০০০০.০১৩.২৭.০০২.১৯-২৭**—কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ ও ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল স্থাপন প্রকল্পের অধীন হাসপাতাল ভবনের নির্মাণ কাজে দায়িত্বে অবহেলার জন্য জনাব এ. জেড. এম. শফিউল হান্নান, নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল) কুষ্টিয়া গণপূর্ত বিভাগকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খল ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ১২ মোতাবেক সরকারি চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো। সাময়িক বরখাস্তকালে তিনি বিধি মোতাবেক খোরাকীভাতা (Subsistance Allowance) প্রাপ্য হবেন।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ শহীদ উল্লা খন্দকার
সচিব।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
বন শাখা-৩

আদেশ

তারিখ : ১৬ মাঘ ১৪২৫ বঃ/২৯ জানুয়ারি ২০১৯ খ্রিঃ

নং **২২.০০.০০০০.০৬৮.২৭.০২৮.২০১৮.৪৭**—যেহেতু, জনাব মোঃ খলিলুর রহমান, ফরেস্টার (অবসর প্রাপ্ত), টাঙ্গাইল বন বিভাগের ধলাপাড়া রেঞ্জাধীন ধলাপাড়া সদর বিটের বিট কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োজিত থাকাকালিন তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ [বর্তমানে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮] এর বিধি ৩(এ), ৩(বি) ও ৩(ডি) মোতাবেক বন অধিদপ্তরের ২৯-০২-২০১৬ তারিখের ২২.০১.০০০০.০০৭.৩২.০৩৬.১৬-৫৫৯ সংখ্যক স্মারক মূলে 'অদক্ষতা', 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি'র অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়।

যেহেতু, অভিযুক্ত জনাব মোঃ খলিলুর রহমান, ফরেস্টার-কে ১০ কার্যদিবসের মধ্যে আনীত অভিযোগের বিষয়ে লিখিত জবাব প্রদানের জন্য বলা হয়। তিনি ১৭-০৭-২০১৬ তারিখ লিখিত জবাব প্রদান করেন। জবাবে তিনি ব্যক্তিগত শুনানি প্রদানের আগ্রহ প্রকাশ করেন। তাঁর আবেদন অনুযায়ী ০৬-০৯-২০১৬ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। তার লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় জনাব মোঃ সাজ্জাদুজ্জামান, সহকারী বন সংরক্ষক-কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়।

যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা ০৫-১০-২০১৭ তারিখ তদন্ত প্রতিবেদনের সার্বিক মন্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযুক্ত জনাব মোঃ খলিলুর রহমান, ফরেস্টার এর বিরুদ্ধে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার আদেশ অমান্য ও ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অসত্য তথ্য প্রদানজনিত 'অসদাচরণ' এর অভিযোগটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং অদক্ষতা ও দুর্নীতির অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়নি এবং অভিযোগনামায় বর্ণিত ক্ষতিপূরণ আদায়ের দাবী অগ্রহণযোগ্য। উক্ত বিভাগীয় মামলায় অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খল ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(২)(এ) বিধি মোতাবেক 'তিরস্কার' দণ্ড এবং একই বিধিমালার ৪(২)(ই) বিধি মোতাবেক তার বেতন ২ (দুই) ধাপ নীচে অবনমন করার দণ্ড প্রদান করে বিভাগীয় মামলার কার্যধারা নিষ্পত্তি করা হয় ;

যেহেতু, বিভাগীয় মামলায় দন্ড প্রাপ্ত জনাব মোঃ খলিলুর রহমান, ফরেস্টার (অবসরপ্রাপ্ত), যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় বরাবরে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আপিল করেন। আপিল আবেদনের সাথে দাখিলকৃত কাগজপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ১৬-১১-২০১৭ তারিখে একই অপরাধে দুটি শাস্তি প্রদান করা হয়েছে। তিনি ২৯-১১-২০১৭ তারিখে অবসর প্রস্তুতি ছুটিতে গিয়েছেন। আনীত অভিযোগের মধে 'অসদাচরণ' ছাড়া অন্যান্য অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়নি ;

সেহেতু, জনাব মোঃ খলিলুর রহমান, ফরেস্টার (অবসরপ্রাপ্ত), এর বিরুদ্ধে বন অধিদপ্তরের অফিস আদেশ নং ৬৩৫, তারিখ ১৬-১১-২০১৭ মূলে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(২)(এ) বিধি মোতাবেক প্রদত্ত 'তিরস্কার' দণ্ড বহাল রেখে এইই বিধিমালার ৪(২)(ই) বিধি মোতাবেক প্রদত্ত বেতন ২(দুই) ধাপ নীচে অবনমন করার দণ্ড বাতিল করা হলো।

আবদুল্লাহ আল মোহসীন চৌধুরী
সচিব।

তথ্য মন্ত্রণালয়
তথ্য ও গণযোগাযোগ -১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৪ পৌষ ১৪২৫/১৮ ডিসেম্বর ২০১৮

নং **১৫.০০.০০০০.০২৫.১৮.১৩৩.১১-৪২৮**—যেহেতু, জনাব শরীফ রাকিব হাসান, বিসিএস (তথ্য-সাধারণ) ক্যাডারের কর্মকর্তা তথ্য অধিদপ্তরের তথ্য অফিসার হিসেবে কর্মরত অবস্থায় গত ১০-১১-২০১২ থেকে ০৯-০২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ০৩ (তিন) মাস পারিবারিক কারণে অসাধারণ ছুটির আবেদন জমা দিয়ে ১০-১১-২০১২ খ্রিঃ তারিখ থেকে অদ্যাবধি কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন ;

২। যেহেতু, জনাব শরীফ রাকিব হাসান একাদিক্রমে ৫ (পাঁচ) বৎসরের বেশি সময় কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস্ পার্ট-১ এর বিধি ৩৪ মোতাবেক ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে কারণ দর্শানেরার জন্য তার দাপ্তরিক, স্থায়ী ঠিকানা এবং ব্যক্তিগত ই-মেইলে নোটিশ প্রেরণ করা হয় এবং তিনি কারণ দর্শানোর কোন জবাব প্রদান করেননি ;

৩। যেহেতু, বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস্ পার্ট-১ এর বিধি-৩৪ এ উল্লেখ রয়েছে যে, "সরকার বিশেষ ক্ষেত্রে অন্যরূপ সিদ্ধান্ত না নিলে, একজন কর্মকতা-কর্মচারী একাদিক্রমে ৫ (পাঁচ) বৎসর তাহার দায়িত্ব/কাজ হইতে অনুপস্থিত থাকিলে, তাহা মঞ্জুরীকৃত ছুটি সহই হউক অথবা না-ই হউক, তিনি সরকারি চাকরি হইতে খারিজ (ceases) হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন"।

৪। যেহেতু, উক্ত কর্মকর্তার গুরুদণ্ড প্রদানের ক্ষেত্রে সংবিধানের ১৩৫ (১) অনুচ্ছেদ মোতাবেক তথ্য মন্ত্রণালয় হতে প্রেরিত সার-সংক্ষেপ মহামান্য রাষ্ট্রপতি সদয় সানুগ্রহ অনুমোদন করেছেন ;

৫। সেহেতু, জনাব শরীফ রাকিব হাসান, তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-কে কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে একাধিক্রমে ৫ (পাঁচ) বৎসরের বেশি সময় কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস্ পার্ট-১ এর বিধি-৩৪ মোতাবেক কর্মস্থলে অনুপস্থিতির তারিখ (১০-১১-২০১২খ্রিঃ) হতে "চাকরি হতে বরখাস্ত (Dismissal from service)" করা হলো।

৬। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবদুল মালেক
সচিব।

চলচ্চিত্র-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৪ মাঘ ১৪২৫/০৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

নং **১৫.০০.০০০০.০২৭.২২.০০১.১৮.৫৩(১)**—The Censorship of Films Act, 1963 (Amendment 2006) এর ৩ ধারা এবং The Bangladesh Censorship of Films Rules, 1977 এর 8 বিধি মোতাবেক ১ (এক) বছরের জন্য নিম্নোক্তভাবে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড পুনঃগঠন করা হলো :

চেয়ারম্যান

১। সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়।

সদস্যবৃন্দ

২। সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

৩। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও চলচ্চিত্র), তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

৪। প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব।

৫। প্রতিনিধি, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (যুগ্মসচিব বা তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার) ।

৬। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন।

৭। শেখ সাদি খাঁন, সংগীত পরিচালক, ৩১/এ, রিপ্লেক্শন কমপ্লেক্স, রোড # ৭, ফ্ল্যাট # বি-৪, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫।

৮। জনাব ম. হামিদ, চলচ্চিত্র ও নাট্য ব্যক্তিত্ব, ৯/ডি, সেলওয়েসেস, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ১১৬/এ, কাজী নজরুল এ্যাভিনিউ, ঢাকা।

৯। জনাব মোঃ শাবান মাহমুদ, বিশিষ্ট সাংবাদিক ও সভাপতি, ডিইউজে, জাতীয় প্রেসক্লাব, তোপখানা রোড, ঢাকা।

১০। জনাব মোঃ শাহ আলাম কিরণ, চলচ্চিত্র পরিচালক, বনফুল-১১০, পশ্চিম নাখালপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা।

১১। জনাব খোরশেদ আলম খসরু, সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র প্রযোজক সমিতি, ফ্ল্যাট # ৪-সি, হাউজ # ২৯, রোড # ১২১, গুলশান-১, ঢাকা।

১২। মিজ অরুনা বিশ্বাস, চলচ্চিত্র অভিনেত্রী, বাড়ি-১৭, রোড-৫, এ্যাপার্টমেন্ট-সি/৭, সেক্টর-৬, উত্তরা, ঢাকা।

১৩। জনাব রানা হামিদ, চলচ্চিত্র অভিনেতা, রোড নং-১১, হাউজ নং-২০/ডি, সেক্টর-৪, উত্তরা, ঢাকা।

১৪। জনাব ড্যানি সিডাক, চলচ্চিত্র অভিনেতা, হাউজ নং-১৫/এ, রোড নং-৪, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫।

সদস্য-সচিব

১৫। ভাইস চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড।

২। এ বোর্ডের কার্যক্রম The Censorship of Films Act, 1963 (Amendment 2006), The Bangladesh Censorship of Films Rules, 1977 এবং The Code for Censorship of Films in Bangladesh, 1985 অনুসারে পরিচালিত হবে।

৩। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড কর্তৃক আয়োজিত সেন্সর শো'র শতকরা ৭৫ ভাগ শো-তে সদস্যদের উপস্থিত থাকা আবশ্যক। পরপর ৩ (তিন) টি শো-তে যুক্তিসংগত কারণ ছাড়া অনুপস্থিত থাকলে সদস্য পদ বাতিল বলে গণ্য হবে।

৪। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ জারির তারিখ থেকে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সাইফুল ইসলাম
উপসচিব।

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
বিআরটিএ সংস্থাপন শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২২ জানুয়ারি ২০১৯

নং ৩৫.০০.০০০০.০২০.৩৭.০০৬.১৪-৩১—একই বিভাগের অধীন আন্ত:জেলা রুটে দু'য়ের অধিক জেলা অতিক্রম করে এরূপ স্টেজ ক্যারেজের রুট পারমিট ইস্যু/নবায়ন সংক্রান্ত নিম্নোক্ত বিভাগীয় কমিটি গঠন করা হলো :

আহ্বায়ক

০১. বিভাগীয় কমিশনার

সদস্যবৃন্দ

০২. সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি

০৩. ডিআইজি, রেঞ্জ (সংশ্লিষ্ট বিভাগ) এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি

০৪. ডিআইজি, হাইওয়ে রেঞ্জ এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি

০৫. মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি

০৬. অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (সংশ্লিষ্ট জেলা)

০৭. দু'জন বেসরকারি প্রতিনিধি (পরিবহন ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত নয়)

০৮. সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির একজন প্রতিনিধি

০৯. সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের একজন প্রতিনিধি

১০. সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার/পারমিট প্রত্যাশী সংস্থার প্রতিনিধি

সদস্য-সচিব

১১. বিভাগীয় উপপরিচালক, বিআরটিএ

২। **কমিটির কার্যপরিধি :**

(ক) আন্তঃজেলা রুটে দু'য়ের অধিক জেলা অতিক্রম করে এমন স্টেজ ক্যারেজের রুটপারমিট ইস্যু, নবায়ন এবং মোটরযান আইনের বিধিতে বর্ণিত এ সম্পর্কিত দায়িত্ব পালন করবে ;

(খ) বিভাগীয় উপপরিচালক, বিআরটিএ এই কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ লিয়াকত আলী
সহকারী সচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
জননিরাপত্তা বিভাগ
শৃঙ্খলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ১৭ মাঘ ১৪২৫/৩০ জানুয়ারি ২০১৯

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০১৪.১৮-২০**—জনাব মোঃ রেজিনুর রহমান (বিপি নং-৮৭১৩১৫৯৩৮৯), সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার, সি-সার্কেল, গাইবান্ধা (সাবেক সহকারী পুলিশ সুপার, র‍্যাব-৫, সিপিসি-২, রাজশাহী) এর বিরুদ্ধে গত ২১-০৯-২০১৬ তারিখে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত না করে র‍্যাবের কোনো মহিলা সদস্য অথবা স্থানীয় কোনো মহিলা সাক্ষী ছাড়া নাটোর থানার মামলা নং-২৭(০৯)১৬ এর আসামী মোঃ আকিব চৌধুরীর পৈতৃক বাসভবনে তল্লাশী অভিযান পরিচালনা করা এবং পরবর্তীতে আসামীর ভগ্নিপতি মোঃ দেলোয়ার হোসেন কনক এর নিকট উৎকোচ দাবি ও জনৈক মোঃ সোহরাব হোসেন ওরফে কালুকে তার পক্ষে উৎকোচের টাকা গ্রহণের জন্য প্রেরণের অভিযোগে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ" এর অপরাধে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়। উক্ত বিভাগীয় মামলায় এ বিভাগের গত ১৯-১১-২০১৮ তারিখের ৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০১৪.১৮-১০৭ নং স্মারকমূলে তাকে কারণ দর্শানো হয়। তিনি গত ২০-১১-২০১৮ তারিখে উক্ত কারণ দর্শানোর জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করেন ;

২। তার আবেদন অনুযায়ী ২২-০১-২০১৯ তারিখ তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। ব্যক্তিগত শুনানিতে এবং লিখিত জবাবে তিনি জানান যে, অধিনায়ক এর নির্দেশ মোতাবেক সঙ্গীয় ফোর্সসহ নাটোর থানার মামলা নং-২৭(০৯)১৬ এর আসামী মোঃ আকিব চৌধুরীকে গ্রেফতারের উদ্দেশ্যে তিনি বিধি মোতাবেক তার বাড়িতে অভিযান পরিচালনা করেন। আকস্মিক অভিযান পরিচালনার কারণে র‍্যাবের মহিলা সদস্য বা স্থানীয় মহিলা সাক্ষী সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি। স্থানীয় লোকজন ও আসামীর আত্মীয় স্বজনের উপস্থিতিতে অভিযান পরিচালিত হয়। জনৈক সোহরাব হোসেন কালুকে তিনি চেনেন না। তিনি তাকে কারো নাম, মোবাইল নম্বর বা ব্যাংকের এ্যাকাউন্ট নম্বর প্রদান করেন নি। নথিতে উপস্থাপিত মোবাইল নম্বর এবং ব্যাংক এ্যাকাউন্ট নম্বর তার নয়। অনুরূপ তথ্য দেলোয়ার হোসেন কনককেও প্রদান করেন নি। একজন নবীন অফিসার হিসেবে তিনি অর্পিত দায়িত্ব কর্তব্যে কোন প্রকার অবহেলা করেন নি, পুলিশ বিভাগের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় এমন কোন শৃঙ্খলা পরিপন্থি এবং অনৈতিক কার্যকলাপও করেন নি দাবি করে অনিচ্ছাকৃত ভুল ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন ;

৩। আনীত অভিযোগ, অভিযুক্ত কর্মকর্তার দাখিলকৃত লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় অভিযুক্ত কর্মকর্তা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত না করে র‍্যাবের কোন মহিলা সদস্য অথবা স্থানীয় কোন মহিলা সাক্ষী ছাড়া নাটোর থানার মামলা নং-২৭(০৯)১৬ এর আসামী মোঃ আকিব চৌধুরীর পৈত্রিক বাসভবনে তল্লাশী অভিযান পরিচালনা করে এবং আসামীর ভগ্নিপতির সাথে যোগাযোগ করে তিনি সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক আনীত "অসদাচরণ" এর অপরাধ করেছেন। ঘটনার ধারাবাহিকতা ও উপস্থাপিত তথ্য প্রমাণে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে ;

৪। অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনায় এবং সার্বিক পর্যালোচনায় জনাব মোঃ রেজিনুর রহমান-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ" এর প্রমাণিত অভিযোগে নবীন কর্মকর্তা হিসেবে তার ভবিষ্যত কর্মজীবনের সম্ভাবনার কথা বিবেচনা করে একই বিধিমালার ৪(২)(ক) বিধি মোতাবেক "তিরস্কার" লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো।

৫। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০১৭.১৭-২১**—জনাব মোহাম্মদ আশিকুর রহমান (পরিচিতি নং-১২০১৪২), সহকারী জেলা কমান্ড্যান্ট, জেলা আনসার ও ভিডিপি, নীলফামারী (সাবেক উপ-অধিনায়ক ও অধিনায়ক, চলতি দায়িত্ব ১৭ আনসার ব্যাটালিয়ন, লামা, বান্দরবান) গত ২৩-২৪ মে, ২০১৭ ২(দুই) দিন, ২০ জুন ২০১৭ ১(এক) দিন এবং ২৬ আগস্ট, ২০১৭ হতে ৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ পর্যন্ত ১০(দশ) দিনসহ সর্বমোট ১৩(তের) দিন কর্তৃপক্ষের বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকেন। তার ব্যবহৃত সরকারি এবং ব্যক্তিগত সীমকার্ড এর সিডিআর এর তথ্য অনুযায়ী বর্ণিত দিনসমূহে তিনি কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকা সত্ত্বেও উপস্থিতি প্রমাণের চেষ্টা করেন। উক্ত অভিযোগে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ" এর অপরাধে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক এ বিভাগের

গত ০৯-০৮-২০১৮ তারিখের ৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০১৭.১৭-৬৬ নং স্মারকমূলে তাকে কারণ দর্শানো হয়। তিনি গত ৩০-০৮-২০১৮ তারিখে উক্ত কারণ দর্শানোর জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করেন।

২। তার আবেদন অনুযায়ী ২২-০১-২০১৯ তারিখ তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। ব্যক্তিগত শুনানিতে এবং লিখিত জবাবে তিনি জানান যে, আনীত অভিযোগ সঠিক নয়। তিনি দাবি করেন যে, উল্লিখিত দিনসমূহে তিনি কর্মস্থলে উপস্থিত ছিলেন এবং কর্মস্থলে উপস্থিত থাকার স্বপক্ষে প্রমাণ উপস্থাপন করেন। তিনি পূর্ববর্তী কর্মস্থল ১৭ আনসার ব্যাটালিয়নে কর্মকালে তার নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা (পরিচালক, অভি, চট্টগ্রাম ও পার্বত্যরেঞ্জ, চট্টগ্রাম) এর নিকট হতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতির বিষয়ে কোন প্রকারের শোকজ নোটিশ পান নি জানিয়ে প্রথম বারের মত সকল ধরনের ভুল বোঝাবুঝির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

৩। আনীত অভিযোগ, অভিযুক্ত কর্মকর্তার দাখিলকৃত লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় অভিযুক্ত কর্মকর্তার মোবাইল ফোনের সিডিআর এর রেকর্ড প্রমাণ করে যে, তিনি উল্লিখিত দিনগুলোতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত ছিলেন। কর্তৃপক্ষের বিনানুমতিতে সর্বমোট ১৩ (তের) দিন কর্মস্থলে অনুপস্থিত থেকেও নিজের উপস্থিতি প্রমাণের চেষ্টা করায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক আনীত "অসদাচরণ" এর অপরাধ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

৪। অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনায় এবং সার্বিক পর্যালোচনায় জনাব মোহাম্মদ আশিকুর রহমান-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ" এর প্রমাণিত অভিযোগে নবীন কর্মকর্তা হিসেবে তার ভবিষ্যত কর্মজীবনের সম্ভাবনার কথা বিবেচনা করে একই বিধিমালার ৪(২)(খ) বিধি মোতাবেক "১ (এক) টি বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধি ১ (এক) বৎসরের জন্য স্থগিত রাখা" এর লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো। ভবিষ্যতে বেতন নির্ধারণের ক্ষেত্রে তিনি উক্ত বকেয়া সুবিধাদি প্রাপ্ত হবেন না এবং তার অনুপস্থিতির উক্ত সময়কাল বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি হিসেবে গণ্য হবে।

৫। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোস্তাফা কামাল উদ্দীন
সচিব।

আইন-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৬ পৌষ ১৪২৫/০৯ জানুয়ারি ২০১৯

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০২৮.১৮-২১**—চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ থানার মামলা নং-৬১, তারিখ : ২৭-০৭-২০১৭ এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রকার জিহাদী বই ও অন্যান্য জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সরকারের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস বিরোধী কার্যকলাপ, সরকার উৎখাতের ষড়যন্ত্র এবং নিষিদ্ধ জিহাদী বই নিজ হেফাজতে রাখার অপরাধে জড়িত।

তদন্তে আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে ২০০৯ সালের সন্ত্রাস বিরোধী আইন, (সংশোধনী, ২০১৩) এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্দ্বারা সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

তাহমিনা বেগম
উপসচিব।

সীমান্ত-৩ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৬ মাঘ ১৪২৫/২৯ জানুয়ারি ২০১৯

নং ৪৪.০০.০০০০.১১৮.০৮.০০৬.১৮-৪২—বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড সদস্যগণের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে অকুতোভয় অবদান, বীরত্ব/সাহসিকতাপূর্ণ কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ নিম্নবর্ণিত ১০(দশ) জনকে "বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড পদক (বিসিজিএম)", ১০(দশ) জনকে "প্রেসিডেন্ট কোস্ট গার্ড পদক (পিসিজিএম)" এবং গুরুত্বপূর্ণ মামলার রহস্য উদঘাটন, অপরাধ নিয়ন্ত্রণ, দক্ষতা, কর্তব্যনিষ্ঠা, সততা ও শৃঙ্খলামূলক আচরণের মাধ্যমে প্রশংসনীয় অবদানের জন্য ১০(দশ) জনকে "বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড পদক (বিসিজিএম)-সেবা" ও দশ জনকে "প্রেসিডেন্ট কোস্ট গার্ড পদক (পিসিজিএম)-সেবা" প্রদান করা হলো :

ক। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড পদক (বিসিজিএম)

ক্রমিক নং	পি নং/সঃ সংখ্যা	পদবি ও নাম	পদকের নাম	নগদ এককালীন টাকার পরিমাণ	বেতনের সাথে মাসিক টাকার পরিমাণ
১।	৪৬৯	ক্যাপ্টেন এম ইকরাম হোসেন, (ট্যাজ), পিসিজিএম, এওডব্লিউসি, পিএসসি, বিএন	বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড পদক (বিসিজিএম)	১,০০,০০০/- (এক লক্ষ)	১,৫০০/- (এক হাজার পাঁচশত)
২।	১৪৪৭	লেঃ কমান্ডার এস এম ফজলুল করিম, (সি), বিএন			
৩।	১৬৪১	লেঃ কমান্ডার ফয়জুল ইসলাম মন্ডল, (এক্স), বিএন			
৪।	১৯১৬	লেঃ কমান্ডার এম হামিদুল ইসলাম, (ট্যাজ), বিএন			
৫।	২২৮১	লেঃ কমান্ডার নুরুজ্জামান শেখ, (এক্স), বিএন			
৬।	২৬৮৯	লেঃ মাহাবুবুল আলম শাকিল, (এক্স), বিএন			
৭।	২৫৮২	লেঃ সাখাওয়াত কবির, (এস), বিএনভিআর			
৮।	৯৮০৪৬০	সৈয়দ জাহাঙ্গীর হাসান, পিও (কিউএ-১)			
৯।	২০১০০৫৫৮	সোহেল রানা, এলএস (কিউআরপি-২)			
১০।	২০১৩০২০৪	অন্তু চন্দ্র দাস, এমই-১			

খ। প্রেসিডেন্ট কোস্ট গার্ড পদক (পিসিজিএম)

ক্রমিক নং	পি নং/সঃ সংখ্যা	পদবি ও নাম	পদকের নাম	নগদ এককালীন টাকার পরিমাণ	বেতনের সাথে মাসিক টাকার পরিমাণ
১।	২১৮	রিয়ার এডমিরাল এ এম এম এম আওরঙ্গজেব চৌধুরী, এনবিপি, ওএসপি, বিসিজিএম, বিসিজিএমএস, এনডিসি, পিএসসি	প্রেসিডেন্ট কোস্ট গার্ড পদক (পিসিজিএম)	৭৫,০০০/- (পঁচাত্তর হাজার)	১,০০০/- (এক হাজার)
২।	৯৯৩	ক্যাপ্টেন এম এহসান উল্লাহ খান, (জি), পিএসসি, বিএন			
৩।	২৬২২	লেঃ ফয়সল বীন রশীদ, (এক্স), বিএন			
৪।	৯১০৫৬৭	এম মজিবুর রহমান, সিপিও (কিউএ-১)			
৫।	৯৪০৫৭৩	এম জাহিদুল ইসলাম পাঠান, সিপিও (এফসি-১)			
৬।	৯৫০৪৭১	মোঃ আব্দুস সামাদ, সিপিও (সিডি)			
৭।	৯৩০৬২৫	মোঃ আমির হোসেন, পিও (মেড)			
৮।	২০০৪০২৭৩	মোঃ নূরে আজম, ইআরএ-৪			
৯।	২০১৩০৭৪৬	এম মাসুদ রানা, এবি (এফসি-৩)			
১০।	২০১১০৮	মোঃ রবিউল ইসলাম, এমটিডি			

গ। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড পদক-সেবা (বিসিজিএমএস)

ক্রমিক নং	পি নং/সঃ সংখ্যা	পদবি ও নাম	পদকের নাম	নগদ এককালীন টাকার পরিমাণ	বেতনের সাথে মাসিক টাকার পরিমাণ
১।	৩৯৯	কমডোর মীর ইমদাদুল হক, (এইচ), এনজিপি, এনডিসি, পিএসসি, বিএন	বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড পদক (বিসিজিএম এস)-সেবা	৭৫,০০০/- (পঁচাত্তর হাজার)	১,৫০০/- (এক হাজার পাঁচশত)
২।	৭২৮	কমান্ডার এম রিয়াজ হাসান, (ই), বিএন			
৩।	১৮৭৯	লেঃ কমান্ডার এম আসিফ ইবনে হায়দার, (এনডি), বিএন			
৪।	বিএসএস ১০১৯৫৪	সার্জন লেঃ এম মাহমুদুল হাসান খান, এএমসি			
৫।	৮৮০১২৭	এম কাওসার হোসেন, এসসিপিও (কম)			
৬।	৮৯০৪৫৪	মোঃ বদরুল হক, এসসিপিও (এক্স) (জিআই)			
৭।	প্রাক্তন সঃ সংখ্যা ৯৪০৩৬০	মোঃ রফিক উদ্দিন, পিও (জিআই)			
৮।	২০০৮০৫৫৪	সাদিকুল ইসলাম, এলআরইএন			
৯।	২০০৯০৫৪২	মোঃ লতিফুল আকরাম, এলআরও (জি)			
১০।	২০১১০৬০২	শিপলু কুমার কর, এবি (এফসি-২)			

ঘ। প্রেসিডেন্ট কোস্ট গার্ড পদক-সেবা (পিসিজিএমএস)

ক্রমিক নং	পি নং/সঃ সংখ্যা	পদবি ও নাম	পদকের নাম	নগদ এককালীন টাকার পরিমাণ	বেতনের সাথে মাসিক টাকার পরিমাণ
১।	১২৩৪	ইং কমান্ডার ছানাউল নোমান, এনইউপি, বিএন (বর্তমানে ক্যাপ্টেন পদবি)	প্রেসিডেন্ট কোস্ট গার্ড পদক (পিসিজিএম এস)-সেবা	৫০,০০০/- (পঁঞ্চাশ হাজার)	১,০০০/- (এক হাজার)
২।	২৫৭৬	সাঃ লেঃ এম আশমাদুল ইসলাম, (এসডি) (জি), বিএন			
৩।	৮৪০৪৬১	এম এম মোজাফফর আহমেদ, এমসিপিও (এস)			
৪।	৯৭০০৮৬	এম মোসলেহ উদ্দিন ভূঁইয়া, চিফইআরএ			
৫।	৯৩০৩১৩	মোঃ ওবায়দুল হক ভূঁইয়া, পিও (স্টুয়ার্ড)			
৬।	২০০৬০৭৮০	আশরাফ ইবনে আল মামুন, পিও (রাইটার)			
৭।	২০০৪০২৬১	মোঃ মমিনুল ইসলাম, এলটপ			
৮।	২০০৫০৬৬৪	এম ফিরোজ আলম, এলপিএম			
৯।	২০১০০৪২৫	মিজানুর রহমান, এবি(এসজিকিউ)			
১০।	৯৫০০৬	শাহানারা বেগম, স্টেনোগ্রাফার			

২। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১২ তারিখের ৪৪.০০.০০০০.১১৬.০৪.০০২.১২-৬৮ নং প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী পদক প্রাপ্তগণ এ পদক, নগদ এককালীন অনুদান ও মাসিক ভাতা বেতনের সাথে প্রাপ্য হবেন। পদক প্রাপ্তদের এককালীন অনুদান ও মাসিক ভাতা বাবদ ব্যয় কোস্ট গার্ড এর বাৎসরিক বাজেট বরাদ্দ হতে নির্বাহ করতে হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আরিফ আহমেদ খান
উপসচিব।

আইন-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ১০ মাঘ ১৪২৫/২৩ জানুয়ারি ২০১৯

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০৩৩.২০১৮-৬২—চাঁদপুর জেলার শাহরাস্তি থানার মামলা নং-২৫, তারিখ: ২৫-০৫-২০১৮-এ উল্লিখিত আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে মামলা রুজু/ তদন্তের লক্ষ্যে ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ১৮৮ ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্দ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০৫৭.১৭.৬৮—বগুড়া জেলার সদর থানার মামলা নং-৭৪, তারিখ: ২১-০৯-২০১৭ এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত পাসপোর্ট, সীল মোহর, ব্যগ ও অন্যান্য জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা প্রতারণার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের অন্য নাগরিকের পাসপোর্ট ও সীলমোহর নিজ দখলে রাখার অপরাধে জড়িত।

তদন্তে আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে পাসপোর্ট (অপরাধ) আইন, ১৯৫২ এর ৩(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্দ্বারা সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হল।

তারিখ : ১১ মাঘ ১৪২৫/২৪ জানুয়ারি ২০১৯

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০৫৭.১৭.৬৯—ঢাকা জেলার ধানমন্ডি মডেল থানার মামলা নং ২০, তারিখ: ২৩-০৮-২০১৮-এ বর্ণিত আসামী/আসামীদের বিরুদ্ধে পুলিশী তদন্তে দণ্ডবিধি, ১৮৬ এর ১২৪(ক) ধারার অপরাধ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ১৯৬ ধারমতে এতদ্দ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

তারিখ : তারিখ : ১১ মাঘ ১৪২৫/২৪ জানুয়ারি ২০১৯

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০১.১৯.৭২—বগুড়া জেলার গাবতলী মডেল থানার মামলা নং-৩০, তারিখ: ৩০-০৬-২০১৭ খ্রিঃ এ জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাসী কর্মাকাণ্ড, নাশকতার পরিকল্পনাসহ রাষ্ট্রীয় সম্পত্তির ক্ষতি সাধন করার উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্র বা সহায়তা বা প্ররোচনার অপরাধে জড়িত।

তদন্তে আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ { (সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্দ্বারা সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হল।

তারিখ : ২২ মাঘ ১৪২৫/০৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০১.১৯.৯২—রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী মডেল থানার মামলা নং-৩৮, তারিখ: ২৭-১২-২০১৬ এ উল্লিখিত তথ্যমতে রাজশাহী জেলা পরিষদ নির্বাচন-২০১৬ কে কেন্দ্র করে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করা, সরকারকে বিব্রত করা এবং সাধারণ মানুষকে তাদের অপকর্মে লিপ্তকরণ ও প্ররোচিত করার অপরাধে পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা আইন শৃঙ্খলার অবনতি ও রাষ্ট্র বিরোধী কার্যক্রম করার অপরাধে জড়িত।

তদন্তে আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ { (সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্দ্বারা সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০১.১৯.৯৬—চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ থানার মামলা নং-৫৫, তারিখ: ২৯-০৪-২০১৮ এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত পিস্তল, গান পাউডার, বিভিন্ন প্রকার জিহাদী বই, মোবাইল ফোন ও অন্যান্য জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা পরস্পর যোগসাজসে জঙ্গি কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে রাষ্ট্রে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করার অপরাধে জড়িত।

তদন্তে আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে ২০০৯ সালের সন্ত্রাস বিরোধী আইন (সংশোধনী, ২০১৩) এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্দ্বারা সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০১.১৯.৯৭—চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর মডেল থানার মামলা নং-৪৮, তারিখ:-২২-০৪-২০১৮ এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রকার জিহাদী বই ও অন্যান্য জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা পরস্পর যোগসাজসে ও সহায়তার মাধ্যমে জননিরাপত্তা বিপন্ন ও জনসাধারণের মধ্যে আতংক সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে জিহাদী বই ও বিস্ফোরক দ্রব্য নিজ হেফাজতে রাখার অপরাধে জড়িত।

তদন্তে আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে ২০০৯ সালের সন্ত্রাস বিরোধী আইন (সংশোধনী, ২০১৩) এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্দ্বারা সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০১.১৯.৯৮—রাজশাহী জেলার চারঘাট থানার মামলা নং-৩৪, তারিখ: ২৬-০৪-২০১৮ এ ঘটনাস্থল হতে ব্যাগ, পিস্তল, মোবাইল ফোন, বিভিন্ন প্রকার জিহাদী বই ও অন্যান্য জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাসী কার্যকলাপের মাধ্যমে রাষ্ট্রবিরোধী কাজ ও সরকার উৎখাতের লক্ষ্যে নাশকতা সৃষ্টির অপরাধে জড়িত।

তদন্তে আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্দ্বারা সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

তাহমিনা বেগম
উপসচিব।

পুলিশ-১ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১১ মাঘ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/২৪ জানুয়ারি ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

নং ৪৪.০০.০০০০.০৯৪.০২.০০১.১৮.১১১—জনাব আ.ফ.ম আনোয়ার হোসেন খান, (বিপি-৭০০৫১১৩৯৮৪), পুলিশ সুপার, সিপিসি-১, পূর্বাচল ক্যাম্পের কোম্পানী কমান্ডারকে দায়িত্ব পালনে অনীহা, অকর্মকর্তাসূলভ এবং চাকরি শৃঙ্খলা বিধির পরিপন্থি অভিযোগে এতদ্বারা চাকরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো।

২। সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়ে তিনি পুলিশ অধিদপ্তরে সংযুক্ত থাকবেন এবং প্রচলিত বিধি মোতাবেক খোরাকী ভাতা প্রাপ্য হবেন।

৩। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোস্তাফা কামাল উদ্দীন
সচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
শৃঙ্খলা অধিশাখা

আদেশাবলি

তারিখ : ২৮ জানুয়ারি ২০১৯ খ্রিঃ

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৫২.২০১৮-৪২—যেহেতু, ডাঃ মোঃ মনিরুজ্জামান (১১৩১২৫), ওএসডি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা জনৈক লক্ষণ বৈদ্য নামে একজন অসুস্থ রোগীকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, গৌরনদী, বরিশালে কর্মরত থাকাকালীন সময়ে ভূয়া মেডিকেল সনদপত্র (জখমী সনদপত্র) প্রদান করেছেন বিধায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' এর দায়ে ১৬-০৯-২০১৮ তারিখে ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৫২.২০১৮-৩২৮ নম্বর স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিস জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিসের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির প্রার্থনা করেন;

যেহেতু, তার জবাব পরীক্ষান্তে বিধান অনুযায়ী ব্যাক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, ডাঃ মোঃ মনিরুজ্জামান (১১৩১২৫) রোগী লক্ষণ বৈদ্যকে কোন ভূয়া মেডিকেল সার্টিফিকেট প্রদান করেননি। তদন্ত প্রতিবেদনে প্রদত্ত জবানবন্দীতে তিনি জানান যে, ডাঃ নীহার রঞ্জন বৈদ্য অতি উৎসাহী হয়ে তার কোন মন্তব্য না নিয়ে মেডিকেল সার্টিফিকেট লিখে কাজের ভিড়ে তাকে দিয়ে সনদপত্র স্বাক্ষর করিয়ে নেন;

সেহেতু, ডাঃ মোঃ মনিরুজ্জামান (১১৩১২৫), ওএসডি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা এর উপর্যুক্ত বক্তব্য একজন সরকারি কর্মচারীর কর্তব্য সঠিকভাবে পালন না করার সামিল বলে প্রতীয়মান হয়। তবে মেডিকেল সনদপত্র প্রদান কমিটির সভাপতি যেহেতু তিনি ছিলেন না এবং এটি তার প্রথম অপরাধ, সেহেতু সার্বিক বিবেচনায় তাকে এবারের মত সতর্ক করে ভবিষ্যতে এ ধরনের কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ প্রদান কর হলো এবং বিভাগীয় মামলা হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৫২.২০১৮-৪৩—যেহেতু, ডাঃ মোঃ মাহাবুব আলম (১৩৪১০৪), মেডিকেল অফিসার, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, গৌরনদী, বরিশাল জনৈক লক্ষণ বৈদ্য নামে একজন অসুস্থ রোগীকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, গৌরনদী, বরিশালে ভূয়া মেডিকেল সনদপত্র (জখমী সনদপত্র) প্রদান করেছেন বিধায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' এর দায়ে ১৬-০৯-২০১৮ তারিখে ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৫২.২০১৮-৩২৮ নম্বর স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিস জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিসের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির প্রার্থনা করেন;

যেহেতু, তার জবাব পরীক্ষান্তে বিধান অনুযায়ী ব্যাক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, ডাঃ মোঃ মাহাবুব আলম (১৩৪১০৪) জানান যে, রোগী লক্ষণ বৈদ্যকে তিনি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে মেডিকেল সার্টিফিকেট প্রদান করেছেন, কোন ভুয়া এম সি প্রদান করেননি। তদন্ত প্রতিবেদনে প্রদত্ত জবানবন্দীতে তিনি জানান যে, ডাঃ নীহার রঞ্জন বৈদ্য জখমী সনদপত্র তাকে দেখাননি এবং তিনি প্রচলিত নিয়মানুসারে গতানুগতিকভাবে এম সি তে স্বাক্ষর করেছেন। উপর্যুক্ত বক্তব্য অসামঞ্জস্য এবং একজন সরকারি কর্মচারীর কর্তব্য সঠিকভাবে পালন না করার সামিল বলে প্রতীয়মান হয়;

এমতাবস্থায়, ডাঃ মোঃ মাহবুব আলম (১৩৪১০৪), মেডিকেল অফিসার, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, গৌরনদী, বরিশাল তবে মেডিকেল সনদপত্র প্রদানের কমিটির সভাপতি যেহেতু তিনি ছিলেন না এবং এটি তার প্রথম অপরাধ, সেহেতু সার্বিক বিবেচনায় তাকে এবারের মত সতর্ক করে ভবিষ্যতে এ ধরনের কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ প্রদান কর হলো এবং বিভাগীয় মামলা হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোঃ আসাদুল ইসলাম
সচিব।

আদেশাবলি

তারিখ : ২৮ জানুয়ারি ২০১৯ খ্রিঃ

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৭৭.২০১৮-৪৪—যেহেতু, ডাঃ প্রসেনজিত সাহা শুভ (১৩৬৬৭১), সহকারী সার্জন, নাজিরপুর ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, মুলাদি, বরিশাল। সংযুক্ত: উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, মুলাদী, বরিশালের গত ০১-১২-২০১৭ হতে ০৬-০৮-২০১৮ পর্যন্ত অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত ছিলেন বিধায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' 'পলায়ন' এর দায়ে ০৩-১০-২০১৮ খ্রিঃ ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৭৭.২০১৮-৩৪৬ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিস জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিসের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন;

যেহেতু, গত ০৯-০১-২০১৯ খ্রিঃ তাঁর ব্যাক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয় এবং অভিযুক্ত কর্মকর্তার বক্তব্য গ্রহণ ও লিপিবদ্ধ করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ডাঃ প্রসেনজিত সাহা শুভ (১৩৬৬৭১) ব্যক্তিগত শুনানিতে সন্তোষজনক জবাব প্রদানে ব্যর্থ হয়েছেন এবং তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে; এবং এ জন্য তিনি দণ্ড পাওয়ার যোগ্য;

সেহেতু, ডাঃ প্রসেনজিত সাহা শুভ (১৩৬৬৭১), সহকারী সার্জন, নাজিরপুর ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, মুলাদি, বরিশাল। সংযুক্ত: উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, মুলাদী, বরিশালের সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' 'পলায়ন' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয়াদি বিবেচনায় উক্ত বিধিমালার ৪(২)(খ) বিধি অনুযায়ী তার ৫টি বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধি আগামী ৫ বছরের জন্য স্থগিত করার লঘু দণ্ড আরোপ করা হলো এবং বিভাগীয় মামলাটি নিস্পত্তি করা হলো। তার ৮ মাস ৫ দিন (০১-১২-২০১৭ খ্রিঃ হতে ০৬-০৮-২০১৮ তারিখ পর্যন্ত) কর্মস্থলে অননুমোদিত অনুপস্থিতির সময় পেনশনযোগ্য চাকুরিকাল হতে বাদ যাবে মর্মে মঞ্জুর করা হল। তিনি ভবিষ্যতে কোন বকেয়া প্রাপ্য সুবিধা দাবি করতে পারবেন না।

২। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৫৯.২০১৮-৪৫—যেহেতু, ডাঃ রুমানা হাসান শর্মী (১২২০১৬), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা গত ১৫-৭-২০১৪ হতে ০২-০৪-২০১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত ছিলেন বিধায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর দায়ে ০৫-০৮-২০১৮ খ্রিঃ ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৫৯.২০১৮-২৭৩ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিস জারি করা হয় ;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিসের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন;

যেহেতু, গত ০৯-০১-২০১৯ খ্রিঃ তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয় এবং অভিযুক্ত কর্মকর্তার বক্তব্য গ্রহণ ও লিপিবদ্ধ করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ডাঃ রুমানা হাসান শর্মী (১২২০১৬) ব্যক্তিগত শুনানিতে সন্তোষজনক জবাব প্রদানে ব্যর্থ হয়েছেন এবং তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে এবং এ জন্য তিনি দণ্ড পাওয়ার যোগ্য;

সেহেতু, ডাঃ রুমানা হাসান শর্মী (১২২০১৬), ওএসডি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর , মহাখালী, ঢাকা এর সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয়াদি বিবেচনায় উক্ত বিধিমালার ৪(২)(খ) বিধি অনুযায়ী তার ৫টি বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধি আগামী ৫ বছরের জন্য স্থগিত করার লঘু দণ্ড আরোপ করা হলো এবং বিভাগীয় মামলাটি নিস্পত্তি করা হলো। তার ১৫-০৭-২০১৪ থেকে ০২-০৪-২০১৮ মোট ৩ বছর ০৮ মাস ১৭ দিন কর্মস্থলে অননুমোদিত অনুপস্থিতির সময় পেনশনযোগ্য চাকরিকাল হতে বাদ যাবে মর্মে মঞ্জুর করা হল। তিনি ভবিষ্যতে কোন বকেয়া প্রাপ্য সুবিধা দাবি করতে পারবেন না।

২। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আসাদুল ইসলাম
সচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়
জরিপ শাখা-২

বিজ্ঞপ্তিসমূহ

তারিখ : ২০ ফাল্গুন ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/০৪ মার্চ ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৬.১৫.১৫-৬৯—১৮৭৫ সনের জরিপ আইন (১৮৭৫ সনের ৫ম আইন) এর ৩ ধারা এবং ১৯৫০ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন (১৯৫১ সনের ২৮ নং আইন) এর ১৪৪ ধারার ১নং উপ-ধারা মোতাবেক নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের ডিজিটাল পদ্ধতিতে জরিপ আরম্ভ করার প্রশাসনিক অনুমোদন জ্ঞাপন করা হইল :

ক্রম	মৌজার নাম	জেএল নম্বর		উপজেলা	জেলা
		সাবেক	হাল		
১	২	৩	৪	৫	৬
১.	বাগিয়া	৫২	৩০	গাজীপুর সদর	গাজীপুর
২.	মিরপুর	৫১	৩১	গাজীপুর সদর	গাজীপুর
৩.	বাইমাইল	৫৬	৩২	গাজীপুর সদর	গাজীপুর

১	২	৩	৪	৫	৬
৪.	কাশিমপুর	৫৭	৬৬	গাজীপুর সদর	গাজীপুর
৫.	সুরাবাড়ী	৫৮	৬৭	গাজীপুর সদর	গাজীপুর
৬.	বারেন্দা	৫৯	৬৮	গাজীপুর সদর	গাজীপুর
৭.	গোবিন্দ বাড়ী	৬০	৬৯	গাজীপুর সদর	গাজীপুর
৮.	লোহাকৈর	৫০	৭০	গাজীপুর সদর	গাজীপুর
৯.	বড় ভবানীপুর	৩৫	৭১	গাজীপুর সদর	গাজীপুর
১০.	কোনাপাড়া	৪২	৭৯	গাজীপুর সদর	গাজীপুর
১১.	উত্তর পানিসাইল	৪০	৮০	গাজীপুর সদর	গাজীপুর
১২.	পশ্চিম পানিসাইল	৩৭	৮১	গাজীপুর সদর	গাজীপুর

তারিখ : ১৫ ফাল্গুন ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৩.০১০.১৭-৬২—State Acquisition and Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951)-এর ১৪৪ ধারার (৭) নম্বর উপ-ধারা এবং প্রজাস্বত্ব বিধিমালা, ১৯৫৫ (Tenancy Rules, 1955)-এর ৩৪(২) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাইতেছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে :

ক্রম	মৌজার নাম	জে এল নম্বর	উপজেলা	জেলা
১	২	৩	৪	৫
১.	কামারগাঁও	১২২	বালাগঞ্জ	সিলেট
২.	বড়বন্দ ৩য় খণ্ড	৫	কানাইঘাট	সিলেট
৩.	লোভাছড়া চা বাগিচা	১৫	কানাইঘাট	সিলেট
৪.	লক্ষ্মীপ্রসাদ কুকবাড়ী	১৭	কানাইঘাট	সিলেট
৫.	রায়ঘর	২৯	কানাইঘাট	সিলেট
৬.	বাল্লা	৩৪	কানাইঘাট	সিলেট
৭.	মালীগাম	৪৪	কানাইঘাট	সিলেট
৮.	রায়পুর দক্ষিণ	৪৬	কানাইঘাট	সিলেট
৯.	উন্দ্রাকান্দি উত্তর	৪৯	কানাইঘাট	সিলেট
১০.	পর্ব্বতপুর	৫২	কানাইঘাট	সিলেট
১১.	দূর্গাপুর উত্তর	৫৩	কানাইঘাট	সিলেট
১২.	বাওয়ার কান্দি	৬২	কানাইঘাট	সিলেট
১৩.	এলেঙ্গাজুরি	৮৩	কানাইঘাট	সিলেট
১৪.	নিজদলইর কান্দি	১১৮	কানাইঘাট	সিলেট
১৫.	পূর্ব্ব পাত্রমাটী	১৭৫	কানাইঘাট	সিলেট
১৬.	চিটিঙ্গের হাওর	৪৯	গোয়াইনঘাট	সিলেট
১৭.	নিজধরগাম হাওর	৫৭	গোয়াইনঘাট	সিলেট
১৮.	নন্দীরগাঁও	১৫৬	গোয়াইনঘাট	সিলেট
১৯.	কৈয়াহাওর	২০৩	গোয়াইনঘাট	সিলেট
২০.	হাজরাই	২৪৪	গোয়াইনঘাট	সিলেট
২১.	লামাকুটা পাড়া	২৫৪	গোয়াইনঘাট	সিলেট
২২.	নয়ামাটী	২৬০	গোয়াইনঘাট	সিলেট
২৩.	টেঙ্গরা	১০৩	জৈন্তাপুর	সিলেট
২৪.	পাখী টেকি	১৩১	জৈন্তাপুর	সিলেট
২৫.	হেমু	১৩৬	জৈন্তাপুর	সিলেট
২৬.	উত্তর বাগের খাল	১৪৮	জৈন্তাপুর	সিলেট
২৭.	কহাইগড় ২য় খণ্ড	১৫৮	জৈন্তাপুর	সিলেট

১	২	৩	৪	৫
২৮.	কাপনাকান্দি	১৬১	জৈন্তাপুর	সিলেট
২৯.	শিমইলতলা	৫	কোম্পানীগঞ্জ	সিলেট
৩০.	নওয়া গাঁও	২০	কোম্পানীগঞ্জ	সিলেট
৩১.	সমশের নগর	৪৬	কোম্পানীগঞ্জ	সিলেট
৩২.	বিলাজোর	৪৮	কোম্পানীগঞ্জ	সিলেট
৩৩.	পাথারচাউনি	৪৯	কোম্পানীগঞ্জ	সিলেট
৩৪.	ডাকতির বাড়ী	৬২	কোম্পানীগঞ্জ	সিলেট
৩৫.	পশ্চিম বর্ণি	৬৩	কোম্পানীগঞ্জ	সিলেট
৩৬.	গৌরী নগর	৬৮	কোম্পানীগঞ্জ	সিলেট
৩৭.	চিরপুর	১৪	জকিগঞ্জ	সিলেট
৩৮.	ডেমারগ্রাম	২১	জকিগঞ্জ	সিলেট
৩৯.	মনসুরপুর পশ্চিম	৩১	জকিগঞ্জ	সিলেট
৪০.	কামালপুর	৪৫	জকিগঞ্জ	সিলেট
৪১.	মরিচা	৫০	জকিগঞ্জ	সিলেট
৪২.	আকাশ মল্লিক	৫১	জকিগঞ্জ	সিলেট
৪৩.	চালিয়া কাপন	৫৩	জকিগঞ্জ	সিলেট
৪৪.	দরগাবাহারপুর	৫৫	জকিগঞ্জ	সিলেট
৪৫.	মানিকপুর পশ্চিম	৬০	জকিগঞ্জ	সিলেট
৪৬.	ফুলতলা	৬২	জকিগঞ্জ	সিলেট
৪৭.	একাপূর্ব্বা	৬৪	জকিগঞ্জ	সিলেট
৪৮.	সিরাজপুর	৬৫	জকিগঞ্জ	সিলেট
৪৯.	সদরপুর	৭৯	জকিগঞ্জ	সিলেট
৫০.	শাহাজালালপুর	৯৪	জকিগঞ্জ	সিলেট
৫১.	পালপাড়া	৫০	গোলাপগঞ্জ	সিলেট
৫২.	ফুরাদাবাদ	৯৩	গোলাপগঞ্জ	সিলেট
৫৩.	সেকপুর	৯৬	গোলাপগঞ্জ	সিলেট
৫৪.	ধরাধরপুর	৮	দক্ষিণসুরমা	সিলেট
৫৫.	তালিবপুর	৩২	দক্ষিণসুরমা	সিলেট
৫৬.	বিরাহিমপুর	৪৩	দক্ষিণসুরমা	সিলেট
৫৭.	মোক্তারপুর	৪৬	দক্ষিণসুরমা	সিলেট
৫৮.	কইকাশ	৫৩	দক্ষিণসুরমা	সিলেট
৫৯.	তাজমহরমপুর	৫৬	দক্ষিণসুরমা	সিলেট
৬০.	ভূপাল	৬৮	দক্ষিণসুরমা	সিলেট
৬১.	সরিশপুর	৭৪	দক্ষিণসুরমা	সিলেট
৬২.	ইসলামপুর	৮৭	দক্ষিণসুরমা	সিলেট
৬৩.	সিকন্দরপুর	৯০	দক্ষিণসুরমা	সিলেট
৬৪.	নাদামপুর	৯৩	দক্ষিণসুরমা	সিলেট
৬৫.	খলাগাঁও	৯৫	দক্ষিণসুরমা	সিলেট
৬৬.	বড় কাপন	৭২	মৌলভীবাজার সদর	মৌলভীবাজার
৬৭.	দিগম্বরপুর	৭৩	মৌলভীবাজার সদর	মৌলভীবাজার
৬৮.	বানগাঁও	৯৫	মৌলভীবাজার সদর	মৌলভীবাজার
৬৯.	পাখীয়ালা	৭৩	বড়লেখা	মৌলভীবাজার
৭০.	বালিচর	৭৫	বড়লেখা	মৌলভীবাজার
৭১.	মুর্শিদাবাদকুড়া	৯৫	বড়লেখা	মৌলভীবাজার

১	২	৩	৪	৫
৭২.	নয়াগ্রাম	১৬	জুড়ী	মৌলভীবাজার
৭৩.	চাতলা হাওর	১৭	জুড়ী	মৌলভীবাজার
৭৪.	দক্ষিণ ভবানীপুর	৫৯	জুড়ী	মৌলভীবাজার
৭৫.	ভোগতেরা	৬০	জুড়ী	মৌলভীবাজার
৭৬.	বটনী	৬৮	জুড়ী	মৌলভীবাজার
৭৭.	বলরামপুর	২০	ধর্মপাশা	সুনামগঞ্জ
৭৮.	মাধবপুর	২২	ধর্মপাশা	সুনামগঞ্জ
৭৯.	মজলিশপুর	২৫	ধর্মপাশা	সুনামগঞ্জ
৮০.	রাজাপুর উত্তর	২৯	ধর্মপাশা	সুনামগঞ্জ
৮১.	বীর	৩৩	ধর্মপাশা	সুনামগঞ্জ
৮২.	ফুলুর	৩৯	ধর্মপাশা	সুনামগঞ্জ
৮৩.	খয়েরদিরচর	৫২	ধর্মপাশা	সুনামগঞ্জ
৮৪.	বাখরপুর	৬৭	ধর্মপাশা	সুনামগঞ্জ
৮৫.	লাউর দুগনাই	৭১	ধর্মপাশা	সুনামগঞ্জ
৮৬.	বাদলপুর	৭২	ধর্মপাশা	সুনামগঞ্জ
৮৭.	জামালপুর	৭৬	ধর্মপাশা	সুনামগঞ্জ
৮৮.	নিয়ামতপুর	৮৭	ধর্মপাশা	সুনামগঞ্জ
৮৯.	জালালপুর	৯০	ধর্মপাশা	সুনামগঞ্জ
৯০.	আলমপুর	৯৩	ধর্মপাশা	সুনামগঞ্জ
৯১.	ধোবাঘাট পুর	১০৩	ধর্মপাশা	সুনামগঞ্জ
৯২.	পানারকুরি	১০৪	ধর্মপাশা	সুনামগঞ্জ
৯৩.	সাতুর পশ্চিম	১১৭	ধর্মপাশা	সুনামগঞ্জ
৯৪.	কায়েতকান্দা	১২৪	ধর্মপাশা	সুনামগঞ্জ
৯৫.	সানুয়াকিত্তা	১২৮	ধর্মপাশা	সুনামগঞ্জ
৯৬.	বিরসিংহপাড়া	১২৯	ধর্মপাশা	সুনামগঞ্জ
৯৭.	চাপাইতি	১৩১	ধর্মপাশা	সুনামগঞ্জ
৯৮.	সাহাবাদপুর	১৩৪	ধর্মপাশা	সুনামগঞ্জ
৯৯.	নন্দীপুর	১৪০	ধর্মপাশা	সুনামগঞ্জ
১০০.	নয়াগাঁও	১৪৩	ধর্মপাশা	সুনামগঞ্জ
১০১.	তেলীগাঁও	১৪৬	ধর্মপাশা	সুনামগঞ্জ
১০২.	সতানন্দপুর	২৭	দিরাই	সুনামগঞ্জ
১০৩.	কেজাউরা	৬৮	দিরাই	সুনামগঞ্জ
১০৪.	সারঙ্গাপাশা	১০৯	দিরাই	সুনামগঞ্জ
১০৫.	জগদ্দল	১১২	দিরাই	সুনামগঞ্জ
১০৬.	একতিয়ারপুর	১১৮	দিরাই	সুনামগঞ্জ
১০৭.	তেলিতিয়র	১২১	দিরাই	সুনামগঞ্জ
১০৮.	কালিকাপন	১২৬	দিরাই	সুনামগঞ্জ
১০৯.	বারাইল ব্রাহ্মণ চান্দ	১৩৯	দিরাই	সুনামগঞ্জ
১১০.	দলইরগাঁও	৫৩	তাহিরপুর	সুনামগঞ্জ
১১১.	পুরানখালাস	৬৭	তাহিরপুর	সুনামগঞ্জ
১১২.	রানাপাড়া	৯৩	তাহিরপুর	সুনামগঞ্জ
১১৩.	নওগাঁও	৮	জামালগঞ্জ	সুনামগঞ্জ
১১৪.	তেলিয়া জামালপুর	৬৭	জামালগঞ্জ	সুনামগঞ্জ
১১৫.	বিনোদপুর	৮০	জামালগঞ্জ	সুনামগঞ্জ

১	২	৩	৪	৫
১১৬.	হাটামারা	৯৫	জামালগঞ্জ	সুনামগঞ্জ
১১৭.	চক আমিনপুর	৫	জগন্নাথপুর	সুনামগঞ্জ
১১৮.	খিদিরপুর	১৬	জগন্নাথপুর	সুনামগঞ্জ
১১৯.	হবিবপুর	৪৫	জগন্নাথপুর	সুনামগঞ্জ
১২০.	পাটলী	৭৪	জগন্নাথপুর	সুনামগঞ্জ
১২১.	কুবাজপুর	১৯৮	জগন্নাথপুর	সুনামগঞ্জ
১২২.	জামারগাঁও	২৫৩	জগন্নাথপুর	সুনামগঞ্জ
১২৩.	রাহুতলা	৪	শাল্লা	সুনামগঞ্জ
১২৪.	বড়গাঁও	৫	শাল্লা	সুনামগঞ্জ
১২৫.	ভাটী মোহাম্মদনগর	১২	শাল্লা	সুনামগঞ্জ
১২৬.	জাতগাঁও	২১	শাল্লা	সুনামগঞ্জ
১২৭.	নারিকিলা	২৩	শাল্লা	সুনামগঞ্জ
১২৮.	মৌরাপুর	৩০	শাল্লা	সুনামগঞ্জ
১২৯.	পাঁচব্রহমা	৩৬	শাল্লা	সুনামগঞ্জ
১৩০.	গাজ্জিারগাঁও চক	৪৪	শাল্লা	সুনামগঞ্জ
১৩১.	কেরুয়ালা	৪৭	শাল্লা	সুনামগঞ্জ
১৩২.	চব্বিশা	৫৭	শাল্লা	সুনামগঞ্জ
১৩৩.	সহদেবপুর	৫৮	শাল্লা	সুনামগঞ্জ
১৩৪.	শ্রীহাইল	৬০	শাল্লা	সুনামগঞ্জ
১৩৫.	মুসাপুর	৬৭	শাল্লা	সুনামগঞ্জ
১৩৬.	পূর্ব্ব বাউসী	১০৬	দক্ষিণ সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ
১৩৭.	দক্ষিণ বাউসী	১১১	দক্ষিণ সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ
১৩৮.	শাখাইতি	৬	বানিয়াচং	হবিগঞ্জ
১৩৯.	সৈদপুর	৪১	বানিয়াচং	হবিগঞ্জ
১৪০.	বড়ইইরি বাদে	৭৫	বানিয়াচং	হবিগঞ্জ
১৪১.	কালাপরিলা	৮৩	বানিয়াচং	হবিগঞ্জ
১৪২.	গান্দপুর বাদে	১৪৮	বানিয়াচং	হবিগঞ্জ
১৪৩.	ইছবপুর বাদে	১৮৯	বানিয়াচং	হবিগঞ্জ
১৪৪.	পাঞ্জারাই	৬৩	নবিগঞ্জ	হবিগঞ্জ
১৪৫.	গড়শৌলা	৭৩	নবিগঞ্জ	হবিগঞ্জ
১৪৬.	মোক্তাহার	৭৮	নবিগঞ্জ	হবিগঞ্জ
১৪৭.	বাবানপুর	১১	বাহুবল	হবিগঞ্জ
১৪৮.	জয়নাবাদ উত্তর	২৭	বাহুবল	হবিগঞ্জ
১৪৯.	হাসনাবাদ	৩৩	বাহুবল	হবিগঞ্জ
১৫০.	মহেশপুর	৪৬	বাহুবল	হবিগঞ্জ
১৫১.	অনন্তপুর	৫১	বাহুবল	হবিগঞ্জ
১৫২.	শিবপাশা	১০৩	বাহুবল	হবিগঞ্জ
১৫৩.	আব্দারামচরণ	১২৯	বাহুবল	হবিগঞ্জ

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এম এম আরিফ পাশা
উপসচিব।